তারিখ 9 MAY 2017
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় গতকাল ‘রোকেয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব উইমেন : বেঙ্গল’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন ◉ ছবি : প্রথম আলো

রোকেয়া সাখাওয়াতই নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ

কলকাতায় সেমিনারে বক্তারা

কলকাতা প্রতিনিধি ◉

রোকেয়া সাখাওয়াত ছিলেন ক্ষণজন্মা এক সমাজসংস্কারক। মহীয়সী এই নারী মুসলিম নারীদের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছেন, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেছেন। তিনিই হলেন নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে সোসাইটির বিদ্যাসাগর মিলনায়তনে গতকাল সোমবার আয়োজিত ‘রোকেয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অব উইমেন : বেঙ্গল’ শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। নারী আন্দোলনের আরেক পথিকৃৎ সুফিয়া কামালের জীবন ও কর্ম নিয়েও এতে আলোচনা হয়।

সেমিনার উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক প্রধান অধ্যাপক ভারতী রায়। তিনি বলেন, রোকেয়া ছিলেন বহু প্রতিভার অধিকারী। তিনি মুসলিম নারীদের অবরুদ্ধ জীবনে নতুন পথ দেখিয়েছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামাণিকের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন। তিনি বলেন, মুসলিম সমাজের এক মহান সংস্কারক ছিলেন রোকেয়া। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে তিনি মুসলিম নারীদের শিক্ষার আলো দিয়েছেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকার সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান ও জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মালেকা বেগম। তিনি বলেন, রোকেয়া নারীমুক্তি আন্দোলনের দিশারি ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা নিয়ে নারীসমাজকে কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষা করে যে পথ তিনি মুসলিম নারীদের দেখিয়েছিলেন, তা আজ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। তিনিই হলেন নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ। মুসলিম সমাজের কুসংস্কার আর অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়েছেন তিনি।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ড. সত্যব্রত চক্রবর্তী। সেমিনারের বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন সেমিনার কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী অধ্যাপক উত্তরা চক্রবর্তী।

এ ছাড়া বিভিন্ন পর্বে আলোচনায় অংশ নেন ড. সুজিত কুমার দাস, অধ্যাপক মালিনী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সৈয়দ তানভির নাসরিন, অধ্যাপক মীরাতুন নাহার, অধ্যাপক সুশান্ত দাস, অধ্যাপক অমিত দে, অধ্যাপক মুশাররফ হোসেন প্রমুখ।